গুরুগম্ভীর ছাত্রের কাছে এটি পুরোপুরি সুস্পষ্ট যে আমরা এখন এই পৃথিবীর ইতিহাসের অন্তিম দিন গুলিতে জীবনযাপন করছি। বাস্তবে, যেহেতু আমরা এখন পৃথিবীর অন্তিম সময়ে জীবনযাপন করছি তাই, ঈশ্বর এখন নিজের লোকেদের কাছ এই তথ্য প্রকট করছেন:

বাইবেলের ইতিহাস ক্যালেন্ডার

ঈশ্বর, বাইবেলের পৃষ্ঠাতে পাওয়া "বাইবেল-সংক্রান্ত ক্যালেন্ডার"-এর সম্বন্ধে নিজের লোকেদের বোঝাচ্ছেন। উৎপত্তি গ্রন্থের বংশানুক্রমে বিশেষ করে অধ্যায় 5 ও 11-তে, এই বিশ্বের মানব-জাতির ইতিহাসের সঠিক ক্যালেন্ডার দেখানো যেতে পারে। বাইবেলের ইতিহাস ক্যালেন্ডার পুরোপুরি সঠিক ও বিশ্বাসভাজন।

যেহেতু বাইবেল-সংক্রান্ত ক্যালেন্ডার, ঈশ্বর নিজের বাণীতে উল্লেখ করেছেন তাই, এটির উপরে আন্তরিকভাবে নির্ভর করা যেতে পারে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে, আমরা, বাইবেল-সংক্রান্ত ক্যালেন্ডার থেকে এবং ধর্মগ্রন্থের অন্যান্য অধ্যয়ন থেকে পাওয়া কিছু উপসংহার আপনার সাথে ভাগ করতে চায়। কিন্তু, উপলভ্য তথ্য এত বেশি ও জটিল যে এই ছোট পুস্তিকাটিতে সমস্ত কিছু দেওয়া সম্ভব নয়; তা সত্ত্বেও আমরা সঠিক ও বিশ্বাসভাজন তারিখ দিতে পারি এবং অবশ্যই দেব। এই তারিখগুলির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যেতে পারে কারণ এগুলি বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। (ই-বাইবেল ফেলোশিপের ফ্যামিলি রেডিওর সাথে কোন সম্বন্ধ নেই; কিন্তু আমরা সুপারিশ করছি যে আপনি এই ঠিকানাতে: Family Stations Inc., 290 Hegenberger Rd., Oakland, CA 94621, USA, চিঠি লিখে "We Are Almost There!" পুস্তকটির একটি বিনামূল্য অনুলিপি সংগ্রহ করুন। এই পুস্তকটিতে শেষ বিচারের দিন ও পৃথিবী ধ্বংসের সময়ের বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য দেওয়া আছে। এছাড়াও, আপনি www.familyradio.com থেকে "We Are Almost There!" অনলাইন পড়তে বা ডাউনলোড করতে পারেন)।

ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময়

11,013 খ্রীষ্ট পূর্ব—সৃষ্টি। ঈশ্বর জগৎ ও মানুষ (আদম ও হবা) সৃষ্টি করেছেন।

4990 খ্রীষ্ট পূর্ব—নোহর সময়ের বন্যা। সারা বিশ্ব-ব্যাপী বন্যাতে সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দেয়। কেবলমাত্র নোহ, তাঁর পত্নী ও তার তিন পুত্র ও তাদের পত্নীরা জাহাজের মধ্যে বেঁচে যায় (সৃষ্টি থেকে 6023 বছর)।

7 খ্রীষ্ট পূর্ব—প্রভু যীশুর জন্ম হয়েছিল (সৃষ্টি থেকে 11,006 বছর)।

33 খ্রীষ্টাব্দ—এই বছর যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয় ও চার্চ যুগের শুরু হয় (সৃষ্টি থেকে 11,045 বছর; বন্যার পর থেকে 5023 ক্যালেন্ডার বছর)।

1988 খ্রীস্টাব্দ—এই বছরে চার্চ যুগ সমাপ্ত হয়েছে এবং 23 বছর কঠোর দুর্দশার সময় শুরু হয়েছে (সৃষ্টি থেকে 13,000 বছর)।

1994 খ্রীস্টাব্দ—7ই সেপ্টেম্বর, কঠোর দুর্দশার প্রথম 2300 দিন পূর্ণ হয়েছে এবং পরের বর্ষা শুরু হয়েছে, চার্চের বাইরে প্রার্থনাকারী ব্যাপক সংখ্যার মানুষকে বাঁচানোর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার সূচনা হয়েছে (সৃষ্টি থেকে 13,006 বছর)।

2011 খ্রীস্টাব্দ—21শে মে, শেষ বিচারের দিন শুরু হবে এবং কঠোর দুর্দশার 23-বছরের শেষে ভাব-সমাধি (ঈশ্বর নিজের নির্বাচিত লোকেদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়া) শুরু হবে। 21শে অক্টোবর, সমগ্র পৃথিবী আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে (বন্যার পর থেকে 7000 বছর; সৃষ্টি থেকে 13,023 বছর)।

এক দিন এক হাজার বছরের সমান

ঈশ্বরের সন্তান বাইবেল থেকে শিখেছে যে আদিপুস্তক 7-এর ভাষার দুই ধরণের অর্থ প্রকাশ পায়:

কেননা সাত দিনের পর আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্র বর্ষাইয়া আমার নির্মিত যাবতীয় প্রাণীকে ভূমন্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব। ***আদিপুস্তক 7:4***

আমরা যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকে দেখি তাহলে, যখন ঈশ্বর এই বাণী প্রকট করেন তখন জাহাজের সুরক্ষাতে পৌঁছানোর জন্য নোহ, তার পরিবার ও জীবজন্তুদের কাছে সাত দিন সময় বাকি ছিল; কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে দেখলে (এবং বাইবেল একটি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ), ঈশ্বর পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে সম্বোধন করে ঘোষণা করছিলেন যে প্রভু যীশুর মুক্তি-শরণস্থলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য পাপী মানব-জাতির 7000 বছর লাগবে। আমরা এটি কীভাবে জানতে পারি? 2 পিতর, অধ্যায় 3 পাঠ করে আমরা এটি জানতে পারি:

তখনকার সেই দুনিয়া বন্যার জলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আর ঈশ্বরের সেই একই বাণীর দ্বারা এখনকার আসমান ও দুনিয়া আগুনে পুড়িয়ে দেবার জন্য রাখা হয়েছে; ঈশ্বরের প্রতি ভয়হীন লোকেদের বিচার ও ধ্বংসের দিন পর্যন্ত তা রক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা, এই কথাটা ভুলে যেয়ো না যে, প্রভুর কাছে এক দিন এক হাজার বছরের সমান এবং এক হাজার বছর এক দিনের সমান। ***2 পিতর 3:6-8***

2 পিতর 3-এর প্রসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ! প্রথম কিছু শ্লোকে, ঈশ্বর আমাদের নোহর সময়ের বন্যাতে পৃথিবী ধ্বংসের প্রসঙ্গ বলেন। তারপরে, আমরা দেখি যে একটি গভীর সতর্কতা দেওয়া হয় যে, আমরা যেন 1 দিন 1000 বছরের সমান এবং 1000 বছর 1 দিনের সমান হওয়ার বিষয়টিকে "উপেক্ষা" না করি। এই সামান্য তথ্যের ঠিক পরেই বর্তমান পৃথিবীর আগুনে পুড়ে ধ্বংস হওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

1 দিনকে 1000 বছরের সমান হওয়ার কথা বলে ঈশ্বর আমাদের কী বোঝাতে চান?

আমরা সাম্প্রতিক, বাইবেলের পৃষ্ঠা থেকে বাইবেলের ইতিহাস ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করেছি, এতে আমরা দেখি যে নোহর সময়ের বন্যা, 4990 খ্রীষ্ট পূর্ব ঘটেছিল। এই তারিখটি পুরোপুরি সঠিক (বাইবেল সম্বন্ধীয় ইতিহাসের সময় রেখার ব্যাপারে আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: www.familyradio.com)। 4990 খ্রীষ্ট পূর্বে ঈশ্বর নোহর কাছে ব্যক্ত করেন যে পৃথিবী জলমগ্ন হতে আর 7 দিন সময় লাগবে। এখন যদি আমরা প্রত্যেক 7 দিনকে 1000 বছরের সমান ধরি তাহলে, 7000 বছর হয়। এবং যখন আমরা 4990 খ্রীষ্ট পূর্ব থেকে শুরু করে ভবিষ্যত 7000 বছরের হিসাব করি তখন আমরা পাই যে সাল 2011 খ্রীস্টাব্দ হল সেই বছর।

4990 + 2011 = 7001

দ্রষ্টব্য: বাইবেলের পূর্বভাগ হতে নতুন ভাগে তারিখ গণণা করার সময় সর্বদা এক বছর বাদ দিন কারণ কোন শূন্য বছর নেই, ফলস্বরূপ:

4990 + 2011 – 1 = ঠিক 7000 বছর।

সাল 2011 খ্রীস্টাব্দ, নোহর সময়ের পর থেকে 7000তম বছর হবে। এটি সেই বছর যখন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করার জন্য মানব-জাতিকে দেওয়া সময় সমাপ্ত হয়ে যাবে। এর অর্থ এই যে, প্রভু যীশুর শরণস্থলে আশ্রয় লাভ করার জন্য খুবই কম সময় বাকি আছে। আমরা সাল 2011 খ্রীস্টাব্দের খুবই কাছাকাছি আছি!

এটি কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যে ঈশ্বরের লোকেদের পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সময়ের ব্যাপারে জানানো হয়েছে। বাস্তবে, বাইবেলে বলা হয়েছে এটি একটি সামান্য ব্যাপার। এর আগেও বেশ কয়েক বার, ঈশ্বর শেষ বিচারের দিন এগিয়ে আসার ব্যাপারে নিজের লোকেদের সাবধান করেছেন:

নিশ্চয়ই প্রভু সদাপ্রভু আপনার দাস ভাববাদিগণের নিকটে আপন গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ না করিয়া কিছুই করেন না। ***আমোষ ভাববাদীর পুস্তক 3:7***

বিশ্বাসে নোহ, যাহা যাহা তখন দেখা যাইতেছিল না, এমন বিষয়ে আদেশ পাইয়া ভক্তিযুক্ত ভয়ে আবিষ্ট হইয়া আপন পরিবারের ত্রাণার্থে এক জাহাজ নির্মাণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা জগৎকে দোষী করিলেন ও আপনি বিশ্বাসানুরূপ ধার্মিকতার অধিকারী হইলেন। ***ইব্রীয়দের প্রতি পত্র 11:7***

শেষ বিচারের দিন: মে 21, 2011

আমরা জানি যে সাল 2011, বন্যার দিন থেকে 7000তম বছর। আমরা এও জানি যে এই বছরেই, ঈশ্বর এই পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু 2011-তে এই ঘটনা কখন ঘটবে?

এর জবাব পরম বিস্ময়কর। আসুন আমরা আদিপুস্তকে বন্যার ঘটনাটিতে আর একবার নজর দিই:

নোহের বয়সের ছয় শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে মহাজলধির সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং আকাশের বাতায়ন সকল মুক্ত হইল।

আদিপুস্তক 7:11

নিজের কথা অনুযায়ী, ঈশ্বর, নিশ্চিতরূপে 600তম বছরের 7 দিন পরে, নোহর জীবনকালের অনুরূপ ক্যালেন্ডারের দ্বিতীয় মাসের 17তম দিনে বন্যা এনেছিলেন। দ্বিতীয় মাসের এই 17তম দিনে, ঈশ্বর জাহাজের দরজা বন্ধ করে দেন, যার ফলে জাহাজে থাকা সমস্ত লোকেরা সুরক্ষিত হয়ে যায় ও জাহাজের বাইরের জগতে থাকা প্রত্যেকের ভবিষ্যত অন্ধকারে পড়ে যায়। এখন সেই সমস্ত লোকেরা, বিশ্বজুড়ে হওয়া সর্বনাশে নিশ্চিতরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ফলতঃ তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে সমস্ত প্রাণীর স্ত্রীপুরুষ প্রবেশ করিল। পরে সদাপ্রভু তাঁহার পশ্চাতের দ্বার বন্ধ করিলেন। আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল; তাহাতে জল বৃদ্ধি পাইয়া জাহাজ ভাসাইলে তাহা মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠিল। ***আদিপুস্তক 7:16,17***

এর আগে উল্লেখ করা হয়েছিল যে চার্চ যুগ, সাল 1988 খ্রীস্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছে। ঘটনাক্রমে চার্চের যুগ, সাল 33 খ্রীস্টাব্দে পেন্তকোস্তের দিন (22শে মে) শুরু হয়েছিল। তারপর 1955 বছর পরে চার্চ যুগ 21শে মে সমাপ্ত হয়েছে যা 1988-র পেন্তকোস্তের আগের দিন ছিল।

বাইবেলে শেখানো হয়েছে যে চার্চ যুগ কঠোর দুর্দশা শুরু হওয়ার সাথে সাথে সমাপ্ত হবে:

কেননা তৎকালে এই রূপ "মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের আরম্ভ অবধি এই পর্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না।

মিথি লিখিত সুসমাচার 24:21

21শে মে 1988 থেকে, ঈশ্বর জগতের গির্জা ও ধার্মিক সমাবেশের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের আত্মা, সমস্ত গির্জা ত্যাগ করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে পাপী শয়তান গির্জাতে প্রবেশ করে সেখানে নিজের বিধান চালানো শুরু করেছে। বাইবেলে আমাদের শেখানো হয়েছে যে বিনাশের ছায়া গির্জাতে 23 বছর থাকবে। সম্পূর্ণ 23 বছর (ঠিক 8400 দিন)-এর সময় সীমা, 21শে মে, 1988 থেকে 21শে মে, 2011 পর্যন্ত হবে। এই তথ্য বাইবেলে থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে, যা বন্যা থেকে 7000 বছর

সংক্রান্ত তথ্যে পুরোপুরি অতিরিক্ত। এই কারণে, আমরা দেখি যে পূর্ণ 23 বছরের দুর্দশা পর্ব 21শে মে, 2011-তে সম্পূর্ণ হবে। ঠিক ঐ তারিখে কঠোর দুর্দশার সমাপ্তি হবে এবং সম্ভবত ঐ দিনই নোহর সময়ের বন্যার দিনের সাথে 7000 বছরের সময়ের মিলন ঘটবে।

আমাদের এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে ঈশ্বর নোহর ক্যালেন্ডারের দ্বিতীয় মাসের 17তম দিনে জাহাজের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সাথে আমরা এটিও দেখি যে 21শে মে, 2011-তে কঠোর দুর্দশার পর্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে। নোহর ক্যালেন্ডারের দ্বিতীয় মাস ও 17তম দিন তথা আমাদের আধুনিক ক্যালেন্ডারের 21শে মে 2011-র মধ্যে একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক আছে। বিবেচনাযোগ্য আর একটি ক্যালেন্ডার খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এই সম্পর্ক সহজে দৃষ্টিগোচর হবে না, এই ক্যালেন্ডারটি হল ইহুদি (বা বাইবেল-সম্পর্কিত) ক্যালেন্ডার। 21শে মে, 2011, ইহুদি ক্যালেন্ডারের দ্বিতীয় মাসের 17তম দিন। এইভাবে ঈশ্বর আমাদের এই ব্যাপারে নিশ্চিত করে দিচ্ছেন যে, বন্যার 7000-বছরের সময় রেখার ব্যাপারে আমাদের বিচারবুদ্ধি পুরোপুরি সঠিক। 21শে মে 2011 তারিখ, ঠিক সেই তারিখের সমতুল্য যেদিন ঈশ্বর নোহর জাহাজের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে এবং বাইবেল সম্পর্কিত অন্যান্য অনেক তথ্যের সহায়তায় আমরা পাই যে 21শে মে, 2011 হল সেই দিন, যখন ঈশ্বর নিজের নির্বাচিত লোকেদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন। 21শে মে, 2011 শেষ বিচারের দিন হবে! এটি হল সেই দিন যখন ঈশ্বর জগতের জন্য উদ্ধার হওয়ার দরজা বন্ধ করে দেবেন।

অর্থাৎ, সেই দিন, যা নোহর ক্যালেন্ডারের দ্বিতীয় মাসের 17তম দিন, কঠোর দুর্দশার সময় সমাপ্ত করে ঈশ্বর, নিসন্দেহে আমাদের এই ব্যাপারে নিশ্চিত করে দিচ্ছেন যে ওই দিনই তিনি স্বর্গের প্রবেশ দ্বার সর্বদার জন্য বন্ধ করে দিতে চান:

আমি দরজা: যদি কেউ আমার দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে সে উদ্ধার পাবে, এবং বাইরে ও ভিতরে আসা যাওয়া করতে থাকলে চারণ পাবে। ***যোহন 10:9***

বাইবেলে পুরোপুরি স্পষ্ট করা হয়েছে যে স্বর্গে প্রবেশ করার দ্বার স্বয়ং প্রভু যীশু। উনি, স্বর্গের অপরূপ রাজ্যে প্রবেশ পাওয়ার একমাত্র দ্বার:

আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে। ***প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ 4:12***

শেষ বিচারের দিনে দরজা (যীশু) এক বার বন্ধ হলে, পৃথিবীতে মুক্তির আর কোনও সম্ভাবনা থাকবে না:

...যিনি পবিত্র, যিনি সত্যময়, যিনি "দায়ূদের চাবি ধারণ করেন, যিনি খুলিলে কেহ রুদ্ধ করে না, ও রুদ্ধ করিলে কেহ খুলে না," তিনি এই কথা কহেন; ***যোহনের নিকটে প্রকাশিত বাক্য 3:7***

বাইবেলে শেখানো হয়েছে যে 21শে মে, 2011-তে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈশ্বর দ্বারা নির্বাচিত কেবলমাত্র প্রকৃত বিশ্বাসকারীদের স্বর্গে প্রভুর সাথে সাক্ষাতের জন্য ও অনন্তকালব্যাপী তাঁর সাথে থাকার জন্য এই পৃথিবী থেকে ভাব সমাধি (স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হবে) দেওয়া হবে:

কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে

তাহাদের সাথে মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। **থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র 4:16,17**

মানব জাতির অবশিষ্ট লোকেদের (অগণিত লোকদের) পিছনে ফেলে রাখা হবে যাতে তারা ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর বিচারের, পৃথিবীতে ৫ মাস ব্যাপী ভয়ানক বিপত্তির অভিজ্ঞতা অনুভব করতে পারে:

পরে ঐ ধূম হইতে পঙ্গপাল বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিল, আর তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা দত্ত হইল। আর তাহাদিগকে বলা হইল, পৃথিবীস্থ তৃণের কি হরিদ্বর্ণ শাকের কি কোন বৃক্ষের হানি করিও না, কেবল সেই মনুষ্যদেরই হানি কর, যাহাদের ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই। উহাদিগকে বধ করিবার অনুমতি নয়, কেবল পাঁচ মাস পর্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি তাহাদিগকে দত্ত হইল; তাহাদের আঘাতে বৃশ্চিকাহত মনুষ্যের যাতনাতুল্য যাতনা হয়। **যোহনের নিকটে প্রকাশিত বাক্য 9:3-5**

বিশ্বের সমাপ্তি: 21শে অক্টোবর, 2011

নিজের অনুগ্রহ ও অসীম কৃপার কারণে, ঈশ্বর আমাদের, আগে থেকেই সতর্ক করে দিচ্ছেন যে উনি কি করতে চলেছেন। 21শে মে, 2011, শেষ বিচারের দিনে, পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত জীবের জন্য, এই 5-মাস ব্যাপী ভয়ানক সময় শুরু হবে। 21শে মে তারিখে ঈশ্বর, এখন পর্যন্ত যেসব মানুষের মৃত্যু হয়েছে তাদেরকে তাদের কবর থেকে তুলে জীবিত করবেন। সমস্ত পৃথিবী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠবে এবং পৃথিবী নিজের মৃতদের লুকাতে পারবে না (যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক 26:21)। উদ্ধার হওয়া লোকেদের মত মৃত লোকেরা, জীবিত হয়ে উঠবে এবং প্রভুর কাছে থাকার জন্য সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবী ছেড়ে দেবে। উদ্ধার না হয়েই যাদের মৃত্যু হয়েছিল তারাও জীবিত হয়ে উঠবে কিন্তু জীবন রহিত শরীর নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ইতস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। প্রত্যেক স্থানে কেবলমাত্র মৃত্যুরই দর্শন হবে।

সাথে সাথে প্রভু, আদিপুস্তকের 7 অধ্যায়ের অন্তিম স্তবকে 5 মাসের বিনাশপূর্ণ ভয়ানক সময়ের বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন:

আর জল পৃথিবীর উপরে এক শত পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত প্রবল থাকিল।

আদিপুস্তক 7:24

21শে মে 2011-র পর পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হলে 21শে অক্টোবর, 2011 আসবে। ঘটনাক্রমে, 21শে অক্টোবর, 2011-ই বাইবেল সম্বন্ধী ভজনালয় উৎসবের অন্তিম দিন (যা শস্য সংগ্রহের উৎসবের সাথেই পালন করা হয়)। ভজনালয় উৎসব, ইহুদি ক্যালেন্ডারের 7ম মাসে পালন করা হয়। এই উৎসবের ব্যাপারে ঈশ্বরের বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

...আর বৎসরের শেষে ক্ষেত্র হইতে ফল সংগ্রহকরণ কালে ফলসঞ্চয়ের উৎসব পালন করিও। **যাত্রাপুস্তক 23:16**

তুমি সাত সপ্তাহের উৎসব, অর্থাৎ কাটা গমের আশুপক্ক ফলের উৎসব, এবং বৎসরের শেষে ফলসংগ্রহের উৎসব পালন করিবে। **যাত্রাপুস্তক 34:22**

যদিও ভজনালয় বা শস্য সংগ্রহের উৎসব ইহুদি 7ম মাসে পালন করা হয়, যা বছরের শেষ নয়, তা সত্ত্বেও বলা হয়ে থাকে এই উৎসব "বছরের শেষে" পালন করা হয়। এর কারণ হল, এই বিশেষ উৎসবের আধ্যাত্মিক পরিণতি হল জগতের বিনাশ। 21শে অক্টোবর, 2011 ভজনালয় উৎসবের ও সাথে সাথে পৃথিবীর অস্তিত্বেরও অন্তিম দিন হবে। 21শে অক্টোবর, 2011-তে কী ঘটতে চলেছে, সেই বিষয়ে বাইবেলে এই ধরণের বার্তা দেওয়া হয়েছে:

কিন্তু প্রভুর দিন চোরের মত করে আসবে। সেই দিন আকাশ হু হু শব্দ করে শেষ হয়ে যাবে এবং চাঁদ-সূর্য-তারা সবই পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই পুড়ে যাবে। **2 পিতর 3:10**

সমস্ত বিশ্ব ও সৃষ্টির সাথে ঈশ্বরের বাণীকে অস্বীকার করে পাপের ভাগীদার হওয়া ও এইভাবে পিছনে ফেলে যাওয়া সমস্ত লোকেরা আগুনের গ্রাসে আসবে ও চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে:

এবং যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্ত কালস্থায়ী বিনাশরূপ দন্ড ভোগ করিবে, ইহা সেই দিন ঘটিবে;

থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র 1:8,9

21শে অক্টোবর, 2011-তে ঈশ্বর এই সৃষ্টি ও তার সাথে সেই সমস্ত লোকেদের, যারা প্রভু যীশুর কাছ থেকে উদ্ধার হননি তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবেন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়ে করা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য, তাদের চিরস্থায়ীভাবে জীবন হারাতে হবে। 21শে অক্টোবর, 2011-থেকে পরবর্তী সময়ে এমন সমস্ত হতভাগ্য লোকেদের আর অস্তিত্ব থাকবে না। সত্যিই, এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি যে ঈশ্বরের ছবিতে তৈরি হওয়া অভিজাত ব্যক্তি অক্তর মত মারা যাবে ও সর্বদার জন্য ধ্বংস হবে:

কিন্তু মানুষ ধনী-মানী হয়েও চিরস্থায়ী নয়; সে পশুদের মতই ধ্বংস হয়ে যাবে। **জবুর শরীফ 49:12**

আপনার সাথে ভাগ করার জন্য এমন অনেক বিষয় আছে। কিন্তু আমার প্রিয় আত্মা, এই বিষয়ে সতর্ক হন যে উদ্ধার হওয়ার জন্য আর বেশি সময় বাকি নেই। ঈশ্বর, বিশ্বকে বন্যার দিন থেকে 7000 বছর দিয়েছেন এবং 21শে মে 2011-তে পৌছোতে এখন আর মাত্র কয়েকটি দিনই বাকি আছে। আমরা এটি জানতে পারার আগে, বালি ঘড়ির সময় আর বাকি থাকবে না এবং তা সর্বদার জন্য শেষ হয়ে যাবে। যদিও আর বেশি সময় বাকি নেই তথাপি প্রত্যেকের জন্য আজও আশার আলো আছে:

(কেননা তিনি কহেন, "আমি প্রসন্নতার সময়ে তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, এবং পরিত্রাণের দিবসে তোমার সাহায্য করিলাম"। দেখ, এখন সুপ্রসন্নতার সময়; দেখ, এখন পরিত্রাণের দিবস।)

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র 6:2

কাউকে উদ্ধার করতে চাইলে, ঈশ্বরের তাতে বেশি সময় লাগবে না। পাপে পরিপূর্ণ জীবনের অন্তিম সময়ে চোরকে প্রভু যীশু ক্রুশে বাঁচিয়েছিলেন:

পরে সে কহিল, যীশু আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।

লূক লিখিত সুসমাচার 23:42,43

আমরা প্রার্থনা করি আপনি, এই পুস্তকটিকে ঠিক সেই আবেগের সাথে গ্রহণ করুন যেভাবে আমরা এটিকে পেশ করছি। এটি পড়ার সময়, দয়া করে বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করা পঙক্তিগুলি বিবচনা করুন, কারণ এগুলি ঈশ্বরের বাণী ও এই কারণে এগুলিতে পরম শক্তি ও প্রভুত্ব আছে। উদ্ধার হওয়ার জন্য আমাদের একমাত্র আশা হল আপনি, ঈশ্বরের বাণীগুলি পাঠ করুন। এই সময়ে ঈশ্বর, গির্জা ও ধার্মিক সমাবেশের বাইরের জগতে উপাসনারত অসংখ্য মানুষকে উদ্ধার করছেন:

ইহার পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, প্রত্যেক জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার বিস্তর লোক, তাহা গণনা করিতে সমর্থ কেহ ছিল না; তাহার সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষ শাবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে;

তাহারা শুভ্রবস্ত্র পরিহিত, ও তাহাদের হস্তে খর্জুর-পত্র;... পরে প্রাচীনবর্গের মধ্যে একজন আমাকে কহিলেন, শুভ্রবস্ত্র পরিহিত এই লোকেরা কে ও কোথা হইতে আসিল? আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে আমার প্রভু, তাহা আপনিই জানেন। তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা সেই লোক, যাহারা সেই মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছে, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে ও শুক্লবর্ণ করিয়াছে। **যোহনের নিকটে প্রকাশিত বাক্য 7:9,13,14**

ঈশ্বর, কেবল সেই লোকেদেরই উদ্ধার করেন যারা তাঁর বাণী শোনেন এবং অন্যভাবে উদ্ধার হওয়ার কোন উপায় নেই:

অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়।

রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র 10:17

আপনি নিজের পরিবারের সাথে (বিশেষ করে সন্তানদের সাথে) বাইবেল পড়ুন এবং পড়ার সাথে সাথে কৃপা প্রার্থনা করতে ভুলবেন না। ক্ষমাপরায়ণ এবং দয়াময়, বাইবেলের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আপনাকে আগামী বিধ্বংসী ঘটনা থেকে রক্ষা করেন। আমরা যোনার পুস্তক থেকে ঈশ্বরের অসীম কৃপার সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য জানতে পারি। ঈশ্বর নীনবীর লোকেদের তাদের শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক করেছিলেন:

পরে যোনা নগরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়া এক দিনের পথ গেলেন, এবং ঘোষণা করিলেন, বলিলেন, আর চল্লিশ দিন গত হইলে নীনবী উৎপাটিত হইবে। তখন নীনবীয় লোকেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিল; তাহারা উপবাস ঘোষণা করিল, এবং মহান হইতে ক্ষুদ্র পর্যন্ত সকলে চট পরিধান করিল। আর সেই বার্তা নীনবী-রাজের নিকটে পৌঁছিলে তিনি আপন সিংহাসন হইতে উঠিলেন, গাত্রের শাল রাখিয়া দিলেন, এবং চট পরিধান করে ভস্মে বসিলেন। আর তিনি নীনবীতে রাজার ও তাঁহার অধ্যক্ষগণের আদেশে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করাইলেন, মনুষ্য ও গোমেষাদি পশু কেহ কিছু আস্বাদন না করুক, ভোজন কি জল গ্রহণ না করুক; কিন্তু মনুষ্য ও পশু চট পরিধান করিয়া যথাশক্তি ঈশ্বরকে ডাকুক আর প্রত্যেক জন আপন আপন কুপথ ও আপন আপন হস্তস্থিত দৌরাত্ম্য হইতে ফিরুক। হয় ত ঈশ্বর ক্ষান্ত হইবেন, অনুশোচনা করিবেন, ও আপন প্রজ্বলিত ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আমরা বিনষ্ট হইব না। **যোনা ভাববাদীর পুস্তক 3:4-9**

ঈশ্বর নীনবীর লোকেদের ধ্বংস করেননি। যদিও এমন কোন সম্ভাবনা নেই যে ঈশ্বর, 2011-তে জগতের বিনাশ করা থেকে নিজের সিদ্ধান্ত বদলাবেন, তবুও, নীনবীর লোকেদের সাথে তাঁর ব্যবহার থেকে আমরা এটি জানতে পারি যে ঈশ্বর ক্ষমাপরায়ণ এবং দয়াময়। এই দৃষ্টান্ত আমাদের উৎসাহিত করে যে আমরা ঈশ্বরের স্মরনে গিয়ে তাঁর কাছে কৃপা ভিক্ষা করি।

কিন্তু হে প্রভু, তুমি মমতাময় পূর্ণ দয়াময় ঈশ্বর; তুমি সহজে রেগে উঠ না, তোমার অটল কৃপা ও বিশ্বস্ততার সীমা নেই। তুমি আমার দিকে ফেরো এবং আমাকে দয়া কর... **জবুর শরীফ 86:15,16**

অধিক তথ্যের জন্য দেখুন: www.ebiblefellowship.com

আমাদের ওয়েব-সাইটের "ইন্টারনেট ব্রডকাস্ট"-এর মাধ্যমে সরাসরি শুনুন বা নিঃশুল্ক পলটক নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। আপনি EBF-এ টোল-ফ্রি নম্বর **1-877-897-6222** (কেবল আমেরিকাতে)-এ কল করতে পারেন।

আপনি এখানে কোনো বার্তা দিতে, প্রশ্ন বা মন্তব্য করতে পারেন:

www.ebiblefellowship.com/contactus

অথবা আমাদের এই ঠিকানাতে লিখতে পারেন:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393,
Sharon Hill, PA 19079 USA

MAY21.8.10.2009..Bn

শেষ বিচারের দিন!
21শে মে, 2011

উহাদিগকে বধ করিবার অনুমতি নয়, কেবল পাঁচ মাস পর্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি তাহাদিগকে দত্ত হইল; তাহাদের আঘাতে বৃশ্চিকাহত মনুষ্যের যাতনাতুল্য যাতনা হয়।

যোহনের নিকটে প্রকাশিত বাক্য 9:5

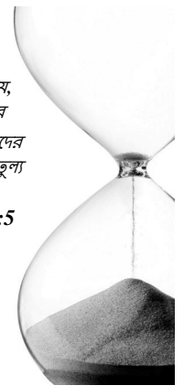

বিশ্বের সমাপ্তি
21শে অক্টোবর, 2011

এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য হল, আপনাকে এই বিষয়টি জানানো যে, এই সময়ে ঈশ্বরের স্মরণে যাওয়ার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেকের জন্য তাড়াহুড়ো করা সময় এসে গেছে। বাইবেল, ঈশ্বরের বাণী! বাইবেলে ঘোষণা করা সমস্ত কিছুর সম্পূর্ণ প্রমাণ, স্বয়ং ঈশ্বর। এখন, এই অবস্থায়, বাইবেল থেকে এমন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যাতে শেষ বিচারের দিনের ব্যাপারে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং পৃথিবীর বিনাশ স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। বাইবেলে, ইতিহাসের সময় রেখার ব্যাপারে গোপন তথ্য এখন প্রকাশ করা হয়েছে। এই তথ্য এখন পর্যন্ত জানতে পারা যায়নি কারণ ঈশ্বর, বিশ্বের সমাপ্তির বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার প্রচেষ্টাকে সফল হতে না দিয়ে নিজের বাণীকে বন্ধ রেখে ছিলেন। নবীদের পুস্তক: দানিয়ালে এই বিষয়টি বলা হয়েছে:

জবাবে তিনি বললেন, দানিয়াল, তুমি এই বিষয় নিয়ে আর চিন্তা কোরো না, কারণ শেষ সময় না আসা পর্যন্ত এই সব কথা বন্ধ করে সীলমোহর করে রাখা হয়েছে। **নবীদের পুস্তক: দানিয়াল 12:9**

কিন্তু, এখন এই সময়, নিজের বাণী প্রকট করে (বাইবেল), ঈশ্বর, জগতের বিনাশ হওয়ার সময়ের (এবং আরও অনেক উপদেশ) ব্যাপারে মহান সত্যের প্রকাশ করেছেন। সাথে সাথে, নবীদের পুস্তক: দানিয়েলের একই অধ্যায়ে এমন বলা হয়েছে:

কিন্তু তুমি, দানিয়াল, শেষ সময় না আসা পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীর পুস্তকটি বন্ধ করে তার কথাগুলো সীলমোহর করে রাখ। সেই সময়ের মধ্যে অনেকে যেখানে-সেখানে যাবে এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হবে।

নবীদের পুস্তক: দানিয়াল 12:4

যেহেতু আমরা পৃথিবী ধ্বংসের শেষ সময়ে এসে উপস্থি হয়েছি তাই ঈশ্বর এখন নিজের বাণী প্রকট করা শুরু করেছেন। এই কারণে, বাইবেলের